যায়যায়দিন

তারিখ ... JUL 06 2006 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোতে বরাদ্দের ৮৮ ভাগই ব্যয় হয় শিক্ষা বহির্ভূত খাতে

মুহাম্মদ যাকারিয়া

পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোতে শিক্ষার পেছনে খরচ হয় মোট বরাদ্দের মাত্র ১২ শতাংশ। বাকি ৮৮ শতাংশই চলে যায় বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য শিক্ষা বহির্ভূত খাতে। অতিরিক্ত শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ, নিয়মনীতি না মেনে পদোন্নতি এবং বিদ্যুৎ ও যানবাহনের পেছনে খরচ হয় সিংহভাগ টাকা। এর মধ্যে কিছু খরচকে বলা যায় অপচয়। এ কারণে প্রতি বছর পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোতে আর্থিক সঙ্কট ও বাজেট ঘাটতি বাড়ছে। গত কয়েক বছরে পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোর আয়-ব্যয় এবং রাজস্ব বাজেটে ইউনিভার্সিটি শিক্ষা খাতে সরকারি বরাদ্দ এবং জাতীয় ও শিক্ষা বাজেটে ইউনিভার্সিটি শিক্ষা খাতের তথ্য পর্যালোচনা করে এ চিত্র পাওয়া গেছে।

এ ব্যাপারে যাযাদির পক্ষ থেকে ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এম. আসাদুজ্জামানের অভিমত জানতে চাওয়া হয়। তিনি বলেন, আর্থিক শৃঙ্খলার স্বার্থে উচ্চশিক্ষা খাতে সরকারের অর্থ মঞ্জুরি বাড়ানো দরকার। পাশাপাশি প্রয়োজন পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে নিয়োগ, পদোন্নতি/আপগ্রেডেশনের জন্য কমিশন প্রণীত নীতিমালার আশু বাস্তবায়ন। কমিশনের পূর্ব অনুমোদন ছাড়া বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে নতুন বিভাগ খোলা, শিক্ষক নিয়োগ এবং স্বায়ত্তশাসনের নামে অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ, পদোন্নতি ও আর্থিক সুযোগ-সুবিধা দেয়া হচ্ছে। এসব প্রবণতা বন্ধ করতে হবে।

ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনের গত কয়েক বছরের বার্ষিক রিপোর্ট পর্যালোচনা করে জানা গেছে, একেক অর্থবছরে ইউনিভার্সিটিগুলোতে মোট ব্যয়ের শতকরা ৬৮-৬৯ ভাগই ব্যয় হয়েছে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা খাতে। শতকরা ১৮-১৯ ভাগ ব্যয় হয় প্রশাসনিক ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে। আর শিক্ষা খাতে ব্যয় হয়েছে অতি সামান্যই মাত্র ১২ শতাংশের কিছু কম বা বেশি। শিক্ষা খাতে ব্যয়ের মধ্যে আছে ছাত্রদের সুযোগ-সুবিধা (বৃত্তি, ছাত্র পরিবহন, ছাত্র কল্যাণ, দান-অনুদান, শিক্ষা ভ্রমণ, ছাত্রদের খণ্ডকালীন চাকরি), পরীক্ষা ব্যয়, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, গবেষণা, গ্রন্থাগার, বইপত্র, বুকস অ্যান্ড জার্নালস, কেমিকালস অ্যান্ড ইকুইপমেন্টস, ল্যাব স্থাপন, সেমিনার ও কনফারেন্স, হল ইউনিয়ন গ্রান্টস, সমাবর্তন, বিভিন্ন বিভাগে বিশেষ অনুদান ইত্যাদি।

বাজেটে শিক্ষা খাতে যে বরাদ্দ দেয়া হয় তাতে পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোর অংশ থাকে মাত্র ৮ শতাংশের কিছু কম বা বেশি। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে দেশের ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সরকারি মঞ্জুরি বরাদ্দ ছিল ৫০২ কোটি ১২ লাখ টাকা। এ বাজেটে বেতন-ভাতা ও পেনশন খাতে ব্যয় ধরা হয় ৩৬০ কোটি ৩৫ লাখ টাকা, সাধারণ আনুষঙ্গিক খাতে ৭১ কোটি ৬৫ লাখ টাকা, মেরামত ও সংরক্ষণ খাতে ১০ কোটি ৬৩ লাখ টাকা এবং শিক্ষা খাতে ৫৯ কোটি ৪৯ লাখ টাকা। পাবলিক ইউনিভার্সিটির শিক্ষা খাতের ব্যয় মোট বরাদ্দের মাত্র ১১ দশমিক ৮৪ ভাগ। অবশ্য কোনো কোনো বছর তা সামান্য বাড়ে-কমে।

দেশের ছয়টি বড় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৫-০৬ অর্থবছরে বাজেট পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট বরাদ্দ ১০৭ কোটি ৮৮ লাখ টাকার মধ্যে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ছিল ১১ দশমিক ১২ শতাংশ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট বরাদ্দ ছিল ৭১ কোটি ৭০ লাখ টাকা আর শিক্ষা খাতে ছিল এর ৭ দশমিক ৮০ ভাগ। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ৬১ কোটি ৯৯ লাখ টাকা বরাদ্দের মধ্যে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ছিল ৮ দশমিক ৯০ শতাংশ। বুয়েটে ৩৯ কোটি ৭৬ লাখ টাকার বাজেটে শিক্ষার অংশ ছিল ১১ দশমিক ৩২ ভাগ। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট বরাদ্দ ৫১ কোটি ৬৪ লাখ টাকার মধ্যে শিক্ষা খাতে ৭ দশমিক ১৬ ভাগ। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট বরাদ্দ ছিল ৩৬ কোটি ২৩ লাখ টাকা। এর মধ্যে শিক্ষা খাতে ছিল শতকরা ৯ দশমিক ১০ ভাগ।

বেতন-ভাতা খাতে ক্রমাগত ব্যয় বাড়ার কারণ সম্পর্কে ইউজিসি সূত্র জানায়, ইউনিভার্সিটিতে কমিশন প্রণীত নীতিমালা অনুসরণ না করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্তে বিভাগ ও পদ সৃষ্টি, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতি/আপগ্রেডেশন প্রদান করে থাকে। এর ফলে রাজশাহী, জাতীয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করছে।

সূত্রমতে, ইউনিভার্সিটিগুলোর উদার পদোন্নতির ফলে উচ্চ পর্যায়ে অবসর গ্রহণকারীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। অবসরকালীন ভাতা, প্রাপ্য ছুটি নগদীকরণ ও আনুতোষিক পরিশোধ বাবদ ব্যয় হয় বিপুল অর্থ। সরকার কর্তৃক পেনশন সহজীকরণের ফলে বেতন-ভাতা বাবদ বরাদ্দ ও অবসর ভাতা তহবিলের ওপর বর্ধিত চাপ সৃষ্টি করছে। দেশের পুরনো ছয়টি ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে পেনশন গ্রহণের হার বৃদ্ধি, ১০০ ভাগ পেনশন সমর্পণ এবং কোনো ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকদের পেনশন গ্রহণের বয়স ৬০ থেকে ৬৫ বছর বৃদ্ধি করার ফলে পেনশন ফান্ডে অতিরিক্ত বরাদ্দ দেয়ার দাবি আসছে।

ইউনিভার্সিটির ব্যয়ের খাত থেকে দেখা গেছে, ইউনিভার্সিটিগুলোতে বিদ্যুৎ খাতে খরচ ক্রমাগত বাড়ছে। আবাসিক হলগুলোতে হিটারের ব্যবহার, লাইট, ফ্যান ও কমপিউটার সময়মতো বন্ধ না করার কারণে বিদ্যুৎ খরচ বাড়ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবাসিক শিক্ষা/কর্মকর্তাদের কাছ থেকে পিডিবি নির্ধারিত রেটের চেয়ে কম রেটে (ভর্তুকি দেয়) বিদ্যুৎ বিল আদায় করা হচ্ছে। ফলে এ বিপুল অংকের ভর্তুকির কারণে বাজেটের ওপর অস্বাভাবিক চাপ পড়ছে। ১৯৯৬-৯৭ সালে এ খাতে খরচ ছিল ৮ কোটি ৮২ লাখ টাকা। এখন দাঁড়িয়েছে ১৮ কোটি টাকায়। এছাড়া পরিবহন খাতে খরচের পরিমাণ প্রতি বছরই বাড়ছে। এ খাতে আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ খুব সামান্য।